নবধ্বনি গল্প সংকলন

এই আমাদের গল্প

সম্পাদনা

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

AHSAN PUBLICATION

প্রকাশনায়

নবপ্রকাশ

শুধু বই নয়...

ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

সূচিপত্র

মৃত্যুর প্রত্যাশায় ৯
মূল : ইবরাহিম সাবতি
অনুবাদ: আশরাফ মাসরুর

সে স্বপ্নে এসেছিলো ২১
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

দ্য আর্টিস্ট ৩৯
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

কাফন ৪৭
মূল : মুন্সি প্রেমচন্দ
ভাষান্তর : মনযূরুল হক

উপু, লাল রক্ত ৬৩
তুহিন খান

এ কোন মায়া ৭৭
ইবরাহীম ওবায়েদ

রাজা ও পণ্ডিত ১৪৯
নাজমুস সাকিব

একটা এবং অনেকগুলো চড়ুই ১৬৭
ইনামুল হাসান

হিস্টোরিক্যাল ক্লিক ১৭৭
জুবায়ের মহিউদ্দীন

আমি, সাইকেল মুসাফির ১৮৭
তানভীর মুহাম্মাদ

রক্তমাখা স্বাধীনতা ১৯৭
মাসরুর আবদুস সালাম

আগুনভূতের কাণ্ড ২০১
মাহদী আব্দুল হালিম

AHSAN PUBLICATION

সে স্বপ্নে এসেছিলো

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

মারুফা মাদরাসার বোর্ডিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁচামরিচ খাচ্ছে। গোল গোল সাইজের ধানী মরিচ। দেখতে কালো, অসম্ভব ঝাল।

ঝালের কারণে অবশ্য মারুফার চেহারায় হা-হুতাশধর্মী কোনো ভাবান্তর ঘটছে না। কোনো চিৎকার বা গোঙানি নেই, নীরব মরিচভক্ষণ।

ঝালের চোটে ফর্সা গাল দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। পাঁচটা খাওয়ার পর চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করে, সাতটার পর যোগ হয়েছে নাকের পানি। এই মুহূর্তে নবম মরিচ চলছে। পানি কোনটা চোখের আর কোনটা নাকের, তফাৎ করা যাচ্ছে না। সেদিকে অবশ্য তার খেয়ালও নেই। সে বোর্ডিংয়ের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে একমনে মরিচভক্ষণকর্ম সাধনে ব্যস্ত।

মরিচ খাওয়ার সময় মারুফা যোগী-সন্যাসীদের একটা সাধনপদ্ধতি অ্যাপ্লাই করছে। সে মরিচ শুধু কামড়িয়ে বা গিলে খাচ্ছে না, যেভাবে ঝাল বেশি লাগে সে সেভাবে চিবিয়ে খাচ্ছে। কাঁচামরিচের খোসার চেয়ে দানায় ঝাল বেশি। সে একটা মরিচ মুখে দিয়ে প্রথমে কচ করে খোসাটা ভাঙছে। ভাঙার পর জিহ্বা দিয়ে খোসা আর দানা আলাদা করে ফেলছে। আগে খোসাটা আলাদাভাবে চিবিয়ে গিলে ফেলার পর দানাগুলো নির্দয়ভাবে চিবুচ্ছে। এতে ঝালের মধ্যে একটা রকমফের করা যাচ্ছে। ঝালও বেশি লাগছে।

ঝাল জিহ্বার উপর যতো চাপ প্রয়োগ করছে সেটা ততো নির্জীব হয়ে পড়ছে। খুব কষ্ট করে জিহ্বা নাড়াতে হচ্ছে। জিহ্বা নির্জীব হয়ে পড়লেও মারুফার রাগ কমেনি। তার যখন খুব রাগ হয় তখন সে একা একা কাঁচামরিচ খায়। এ কারণে বাড়িতে যখনই সে কোনো বিষয়ে রাগ করে তখন তার মা প্রথমেই রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে দেন। রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে দেয়া মানে মারুফার রাগ অর্ধেক শেষ।

: মারুফা, ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছো তুমি? পেছন থেকে ডাক দিলেন ফাহমিদা আপা। ফাহমিদা আপা তাদের মাদরাসার সবচে সুন্দরী নারী। শিক্ষিকা তো বটেই, চারশ' ছাত্রীর মধ্যে তার মতো সুন্দরী একটাও নেই। এটা মাদরাসার ছাত্রীদের সর্বসম্মত মৌখিক স্বীকারোক্তি।

মারুফা ফাহমিদা আপার ডাক শুনেও কিছু বললো না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলো। হাতের মরিচটা ধরে রাখলো। বুঝতে পারছে, ফাহমিদা আপা তার দিকে এগিয়ে আসছে। মারুফা ভয় পাচ্ছে না। বরং আপার ডাক শুনে তার অভিমানী রাগ আরও বাড়ছে।

: এ্যাই, কী হয়েছে তোমার? এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কথা বলছো না...? ফাহমিদা আপা মারুফার কাঁধ ধরে নিজের দিকে টানলেন।

: ইয়াল্লাহ! কী করছো তুমি? কাঁদছো কেন? তোমার মুখে কী?

এতোক্ষণ মারুফার চোখের পানি ছিলো ঝাল আর রাগের মিশেল। ফাহমিদা আপাকে দেখে এবার সে শব্দ করে কেঁদে ফেললো, অভিমানে।

এতোক্ষণের রাগী মারুফা ফাহমিদা আপার আদরে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। আছড়ে পড়লো আপার বুকে। আপা ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

: ওরে আমার সোনা রে! কে বকেছে তোমাকে? একবার বলো আমাকে, আমি তাকে মাদরাসা থেকে এখনই বের করে দেবো। আমার ছোট্ট মা'টা আবার কাঁচামরিচ খেয়েছে? ইশ সারাটা মুখ কেমন টকটকে লাল হয়ে গেছে...। এ্যাই বাবুর্চি আপা, জলদি পানি নিয়ে আসেন তো!

২২

রাতের বেলা ক্লাসের সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছে। মারুফা আসেনি। ওর জ্বর এসে গেছে। রুমের এক কোণে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। একটু আগে ফাহমিদা আপা এসে ওকে দুধ দিয়ে পাউরুটি খাইয়ে গেছে। খেতে পারেনি, মুখে দিলেই মুখ জ্বালা করে ওঠছে। অল্প একটুখানি খেয়েই শুয়ে আছে।

এখন রাতের খাওয়ার সময়। সবার সঙ্গে দস্তরখানে বসেছে জান্নাত, কিন্তু কিছুই খাচ্ছে না। ভাত নলা বানিয়ে মুখে দিলেও গলার মধ্যে গিয়ে আটকে যাচ্ছে, গলা দিয়ে নামানো যাচ্ছে না। নিজের প্লেট রেখে বারবার শুয়ে থাকা মারুফার দিকে চোখ যাচ্ছে। বোর্ডিংয়ে আজকে পাঙ্গাস মাছের ঝোল রেঁধেছে, চেরা পটল দিয়ে। পাঙ্গাস-পটল মারুফার প্রিয় রেসিপি। যেদিন পাঙ্গাসের তরকারি হয় সেদিন মারুফা খুব আয়োজন করে রাতের খাবার খায়। বিকেলবেলা দারোয়ানকে দিয়ে বাজার থেকে শশা কিনে আনে। বোম্বাই মরিচ সবসময় ওর বক্সে রিজার্ভ থাকে, এক সপ্তাহের জন্য তিন-চারটে একসঙ্গে কিনে রাখে। খাওয়ার আগে কুচিকুচি করে শশা কেটে সেগুলো বোম্বাই মরিচ দিয়ে বেশ করে মাখায়। কোনো কোনোদিন চানাচুরও কিনে আনে। মাখানো ঝাল সালাদ আর চানাচুর দিয়ে বড় বড় নলা করে ভাত খায় ও। জান্নাত লুকিয়ে লুকিয়ে ওর খাওয়া দেখে। কী আগ্রহ নিয়ে খায় মারুফা! খাওয়ার সময় অদ্ভুত লাগে ওকে।

দস্তরখানে বসে এ কথা মনে পড়ে জান্নাতের চোখে পানি চলে এলো। টপ করে এক ফোঁটা পানি পড়লো প্লেটে। দস্তরখান থেকে প্লেটটা উঠিয়ে মারুফার পাশে গিয়ে বসলো। মারুফা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। পানপাতার মতো দীর্ঘ ফর্সা মুখটা এখনও লাল হয়ে আছে। গাল-চোখ ফুলে গেছে অনেকখানি। চৌদ্দ বছরের মারুফাকে বাচ্চাদের মতো নিষ্পাপ লাগছে। জান্নাত আস্তে করে ডাক দিলো– মারুফা, এ্যাই মারুফা!

ওর চোখের পাপড়িতে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে, টলমল করছে যেন। কী বিরাট ওর চোখ দুটো! মারুফা আস্তে করে চোখ খুললো। মনে হচ্ছে জলের ভেতর থেকে ভেসে ওঠছে দুটো জলপদ্ম।

জান্নাতকে দেখে আবার চোখ বন্ধ করে ফেললো। নিচের ঠোঁটটা কেঁপে কেঁপে উঠলো কয়েকবার, অভিমানে। কিছু বললো না।

: আমার সঙ্গে কথা বলবি না আপুনি? মারুফা জান্নাতের চেয়ে বছরখানেকের ছোট হবে, তাই আদর করে ওকে আপুনি বলে ডাকে।